আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের ৪ দিন পর রাজশাহী মেডিকেলে পাওয়া গেল এনামুলের লাশ

আলমডাঙ্গা হাঁপানিয়া গ্রামের অতিপরিচিত মুখ লুডুর নিথর দেহ নিখোঁজের ৪ দিন পর পাওয়া গেছে রাজশাহী মেডিকেল হসপিটাল মর্গে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের হাঁপালিয়া গ্রামের অতিপরিচিত মুখ এনামুল হক লুডু গত ১৩ ই জানুয়ারি রাজশাহী মেডিকেল হসপিটালে উন্নত চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে রওনা দেন। ১৮ ই জানুয়ারি চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু লুডু বাড়ি ফিরে না আসায় এবং মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় বাড়ির লোকজন দুশ্চিন্তায় পড়ে।

গত ১৯ শে জানুয়ারি এনামুল হক লুডুর জামাতা মাহাফুজুর রহমান রাজশাহী রাজাপাড়া থানায় নিখিত ডায়রি করেন।

গত ২০ শে জানুয়ারি সকালে রাজাপাড়া থানার অফিসার ইনচার্জ আশরাফুল ইসলাম মোবাইল ফোনে একটা অজ্ঞাত ব্যাক্তির লাশ উদ্ধার হয়েছে বলে খবর দেন।

এনামূল হক লুডুর পরিবারের লোকজন হসপিটালের মর্গে লাশ সনাক্ত করেন। গত ১৮ ই জানুয়ারি সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হসপিটালে ভর্তি করে এলাকার লোকজন। সেখানেই তার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।

গতকাল সন্ধ্যায় তার লাশ গ্রামে পৌছালে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। হাজার হাজার এলাকার লোকজন একঝলক দেখার জন্য ছুটে আসে। বাদ এশা গ্রামের কবরস্থানে নামাজের জানাজা শেষে দাফনকাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গায় পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য মঞ্জুর লাশ উদ্ধার

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের রামদিয়া -কায়েতপাড়া এলাকায় এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে কায়েতপাড়া মাঠে মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের মধ্যে চরম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরবেলায় মাঠে কাজ করতে যাওয়ার সময় কয়েকজন কৃষক প্রথম মরদেহটি দেখতে পান। বিষয়টি মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ঘটনাস্থলে উৎসুক জনতার ভিড় জমে। পরে খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ জানিয়েছেন বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা গেছে তার নাম মঞ্জু, বাড়ী তিওরবিলা গ্রামে। এলাকা বাসি সুত্রে জানাগেছে, সে পুর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির একসময়ের সক্রিয় সদস্য ছিল। অনেকের ধারণা মঞ্জু এখনও আন্ডার ওয়ার্ডের সদস্য হিসেবে ও ভারতে পলাতক পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা বিশ্বজিৎ এর এজেন্ট হিসেবে কাজ করছিলেন। তার বয়স আনুমানিক ৪০ বছর বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে মরদেহে আঘাতের কোনো সুস্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া গেছে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানায়নি পুলিশ।

মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

হঠাৎ মাঠে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন গুঞ্জনও শুরু হয়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনার রহস্য উদঘাটন ও মরদেহের পরিচয় শনাক্তের দাবি জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, “মরাদেহের পরিচয় ও মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত চলছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা

হবে।” ঘটনার বিস্তারিত তথ্য উদঘাটনে পুলিশ তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

ভেড়ামারায় পুকুরে মিলল বৃদ্ধার গলা ও হাত-পা বাঁধা লাশ

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায় পুকুর থেকে একই ওড়না দিয়ে গলা ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় খায়রুন নেছা (৭৫) নামের এক বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে ধরমপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর বানুতলা এলাকার একটি পুকুরে লাশ ভাসতে দেখে কিনারায় নিয়ে আসেন স্থানীয়রা।

পরে থানায় জানালে পুলিশ এসে খায়রুন নেছার লাশ উদ্ধার করে। তিনি ওই একই এলাকার মৃত জব্বার শেখের স্ত্রী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, খায়রুন নেছার গলা ও দুই পা একই ওড়না দিয়ে বাঁধা ছিল। এ ছাড়া তাঁর এক চোখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। পায়ের স্যান্ডেল ও ভর দিয়ে চলাফেরা করা লাঠি পুকুরের পাড়ে পড়েছিল।

স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, বৃদ্ধার তিন ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। খায়রুন নেছা তাঁর মেজো ও ছোট ছেলের কাছে থাকতেন। ছেলের বউদের সঙ্গে ঝামেলা হলে মাঝেমধ্যেই অন্যত্র গিয়ে থাকতেন।

বৃদ্ধার মেয়ে মোছা. ফুলজান খাতুন বলেন, ‘আমার মায়ের লাশ একই ওড়না দিয়ে হাত-পা ও গলা বাঁধা ছিল। তাঁর লাশ পুকুরের মাঝখানে ভাসছিল। এটা কীভাবে সম্ভব হলো? কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িতদের সর্বোচ্চ বিচার চাই।’

ভেড়ামারা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘পুকুর থেকে উদ্ধার বৃদ্ধার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ঝিনাইদহে মাঠ থেকে কৃষকের লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার রাঙ্গিয়ার পোতা গ্রামের মাঠ থেকে হাত-পা ও গলা বাঁধা অবস্থায় ইসাহাক আলী (৬৫) নামের এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকালে বংকিরা- রাঙ্গিয়ার পোতা সড়কের বটদাড়ির মাঠ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত ইসাহাক আলী রাঙ্গিয়ার পোতা গ্রামের মৃত রুস্তম আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে রাস্তার পাশে ধান ক্ষেতে আইলে ইসাহাক আলীর লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় এলাকাবাসী। পরে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে স্বজনদের খবর দেয়। স্বজনরা এসে ইসাহাক আলীকে শনাক্ত করলে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

ডাকবাংলা পুলিশ ক্যাম্পের এস আই আনিছুর রহমান বলেন, পাঁ বেঁধে গলায় ফাঁস দিয়ে ইসাহাক আলীকে হত্যা করে ওই স্থানে ফেলে গেছে দুর্বৃত্তরা। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা দ্রুত শনাক্ত করে অপরাধীদের আইনের আওতায় আনার কাজ চলছে।

ঝিনাইদহে সম্পত্তির বিরোধে বাবার লাশ দাফনে সন্তানদের বাধা

ঝিনাইদহে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের জেরে বাবার মরদেহ দাফনে বাধা দিয়েছে দুই পক্ষের সন্তানরা। পুলিশের হস্তক্ষেপ ও স্থানীয়

গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় মৃত্যুর ১০ ঘণ্টা পর মরদেহ দাফন করা হয়।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, গত ২৬ সেপ্টম্বর (শুক্রবার) ১০টার দিকে সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের কোলা গ্রামের লেদু দেওয়ান (৮০) ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তিনি দুই সংসারের ১০ সন্তান রেখে গেছেন।

জানা যায়, মৃত্যুর আগে লেদু দেওয়ান সব সম্পত্তি দ্বিতীয় স্ত্রী ও তার সন্তানদের নামে রেজিস্ট্রি করে দেন। এ নিয়ে প্রথম সংসারের ৭ সন্তান ও দ্বিতীয় সংসারের ৩ সন্তানের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল।

মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানরা দাফনের আয়োজন করলে প্রথম স্ত্রীর সন্তানরা সম্পত্তি ভাগ না দেওয়া পর্যন্ত দাফনে বাধা দেন। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে বাগবিতন্ডা ও হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। একপর্যায়ে স্থানীয়রা জাতীয় জরুরি সেবার নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।

কাতলামারি পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই ইকবাল হোসেন, স্থানীয় ইউপি সদস্য আব্দুর রশিদসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। বৈঠকে সমঝোতার ভিত্তিতে দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানরা প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের ৭০ শতক জমি দেওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন। পরে রাত ৮টার দিকে তার মরদেহ দাফন করা হয়।

প্রয়াত লেদু দেওয়ানের প্রথম স্ত্রীর সন্তানরা অভিযোগ করে বলেন, বাবাকে জিম্মি করে সৎ মা ও তার সন্তানরা সম্পত্তি রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে।

তবে দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানদের দাবি, লেদু দেওয়ান জীবিত অবস্থায় স্বেচ্ছায় সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। এএসআই ইকবাল হোসেন বলেন, লাশ দাফনে বাধা দেওয়ার ঘটনায় বড় ধরনের অঘটনের শঙ্কা ছিল। স্থানীয়দের সহায়তায় উভয় পক্ষের মধ্যে লিখিত সমঝোতার মাধ্যমে দাফনের ব্যবস্থা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় আবাসিক হোটেল থেকে প্রকৌশলীর লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা শহরে একটি আবাসিক হোটেল থেকে মাহবুবুর রহমান মাসুম
(৩৫) নামে এক টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারের লাশ উদ্ধার করা হয়।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পৌরসভার পাশে ‘চুয়াডাঙ্গা আবাসিক হোটেল’ থেকে সদর থানা পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।

মাহবুবুর রহমান মাসুমের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা শহরের সবুজপাড়ায়। পরিবারের সঙ্গে তিনি ঢাকায় থাকতেন।

পুলিশ ও হোটেল কর্তৃপক্ষের সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার মাহবুবুর রহমান মাসুম তিন বন্ধুর সঙ্গে চুয়াডাঙ্গায় ঘুরতে আসেন। তারা একটি আবাসিক হোটেলে ওঠেন।

হোটেলের ম্যানেজার সাগর জানান, তারা তিনজনই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। পরবর্তীতে মাসুমের দুই বন্ধু চলে গেলেও তিনি হোটেলেই থেকে যান।

ম্যানেজার সাগর আরও জানান, মাসুম বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তার বন্ধুরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলেও তিনি রাজি হননি। শনিবার বেলা ১২টায় হোটেলের চতুর্থ তলার ৪০১ নম্বর কক্ষ থেকে কান্নার শব্দ শুনে তিনি উপরে গিয়ে দেখতে পান মাসুমের স্বজনরা সেখানে কান্নাকাটি করছেন। স্বজনদের পরামর্শ দেওয়া হয় মাসুমকে সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এরপর তারা দেখতে পান মাসুমের মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে এবং তিনি মারা গেছেন। তখন স্বজনরা জরুরি সেবা ৯৯৯ এ কল করে পুলিশকে খবর দেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি খালিদুর রহমান জানান, জরুরি সংবাদ পেয়ে তারা চুয়াডাঙ্গা আবাসিক হোটেলের চতুর্থ তলার একটি কক্ষ থেকে আনুমানিক ৩৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেন। প্রাথমিক তদন্তে লাশে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

ওসি আরও বলেন, তারা সিআইডি ও পিবিআইকে খবর দিয়েছেন এবং তারা এসে তদন্ত করবে। পুলিশও বিষয়টি তদন্ত করছে। বিষয়টি আইনগত প্রক্রিয়াধীন আছে।

মেহেরপুর সীমান্তে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি সীমান্তে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সন্ধ্যায় সীমান্ত পিলার ১৩০/৩ এস-এর শূন্য রেখার কাছ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়রা জানান, ওই ব্যক্তি কয়েকদিন ধরে সীমান্ত এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন। এলাকার মানুষ তাকে খাবার দিতেন এবং তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে জানতেন। বুধবার সন্ধ্যার আগে স্থানীয়রা তার মরদেহ সীমান্তের শূন্য রেখায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর মর্গে পাঠিয়েছে। তবে নিহতের পরিচয় এখনও নিশ্চিত করা যায়নি।
মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন এবং কিছুদিন ধরে এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন। নিহতের পরিচয় শনাক্তে তদন্ত চলছে।

মেহেরপুরে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর শহরের গড়পাড়া এলাকায় একটি বাড়ি থেকে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল।
আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে ইদ্রিস হাজীর বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

জানা যায়, নিহত ব্যক্তি হরিরামপুর গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে প্রিন্স (১৭)।

ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শামীম রেজা জানান, আমরা সংবাদ পাই যে গড়পুকুরের পূর্বপাশে একটি বাড়িতে একজন যুবক দরজা বন্ধ করে আটকে আছেন। উদ্ধার করতে দরজা ভাঙার প্রয়োজন হবে এমন অনুরোধ পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখি, যুবক ফাঁস নিয়ে মারা গেছেন।

এ ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তদন্ত শুরু করেছে।

ঝিনাইদহে ধানক্ষেত থেকে এক কৃষকের লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের গাড়ামারা গ্রামের নলবিলা মাঠ থেকে মোহাম্মদ আলী (৪৮) নামের এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার রাত ১০ টারঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের গাড়ামারা গ্রামের নলবিলা মাঠ থেকে মোহাম্মদ আলী (৪৮) নামের এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। দিকে ওই কৃষকের লাশ উদ্ধার করা হয়। মোহাম্মদ আলী গাড়ামারা গ্রামের মৃত ইদ্রিস আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, ওই গ্রামের কৃষক মোহাম্মদ আলী বিকেলে বাড়ি থেকে নলবিলের মাঠে যায়। কিন্তু স্ধ্যাার পেও বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন তাকে খুজতে থাকে এসময় রাতে স্থানীয়রা ধানক্ষেতের কাছে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্বজনদের খবর দেয়। পরে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

স্থানীয় কৃষক শাজাহান আলী বলেন, আমরা মাঠে খোজাখুজির সময় দেখি মন্টু মিয়ার ধানের জমিতে মোহাম্মদ আলীর লাশ পড়ে আছে। উনার ঘাড় ও নাভির উপরে আঘাতের চিহ্ন আছে। আমরা লাশ দেখে পরিবারে খবর দিলে তারা পুলিশে খবর দেয় পরে পুলিশ এসে লাশটি নিয়ে যায়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মোহাম্মদ আলীর

লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এটি হত্যা নাকি বজ্রপাতে মৃত্যু তা ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মুজিবনগরে অজ্ঞাত নারীর লাশ উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার থেকে আট কবর সড়কের মধ্যবর্তী বল্লভপুর গুড়িতলার মাঠে প্রধান সড়কের পাশ থেকে এক অজ্ঞাত নারীর লাশ উদ্ধার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

সোমবার (৭ এপ্রিল) সকালে রাস্তার পাশে একটি নারীর লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, নিহত নারী মানসিক ভারসাম্যহীন এবং তার আনুমানিক বয়স ৫০ বছর। এখন পর্যন্ত তার পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।

ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।